The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

গান্ধিজীর যে শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক

Md Safiqul Islam
Assistant Teacher, KKJM Primary School, Mothabari New Circle, Malda, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400050

Abstract

গান্ধিজীর মস্তিষ্কপ্রসূত শিক্ষাভাবনাই ছিল 'বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা' (Basic Education plan)। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং দেশে এসে তাঁর যে অভিজ্ঞতা এ দুয়ের ফসলই ছিল বুনিয়াদি শিক্ষা। ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্মে (Tolstoy Farm) পরীক্ষামূলকভাবে এ শিক্ষার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। পরে ভারতের 'সবরমতী'তে ১৯১৫ সালে একই রকম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৩৫ সালে সেবাগ্রামে অনুরূপ আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ সালে গান্ধিজী 'হরিজন' পত্রিকায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নিয়মিত লিখতে থাকলেন এবং সারা ভারতবাসীর মনে সাড়া জাগিয়ে তুললেন।

দরিদ্র ভারতবাসীর উপযোগী শিক্ষার কথা চিন্তা করে গান্ধিজী ব্যবহারিক, বাস্তববাদী, আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে তুললেন যাতে করে দেশের জনগণ স্বনির্ভর (Self-Supporting) স্বাবলম্বী, ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতার ভিত গঠনকারী হয়ে ওঠেন। শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে গান্ধিজী এই শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধিক জ্ঞানের পাশাপাশি শারীরিক শ্রম, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সমন্বয় ঘটাবে। বর্তমান NEP 2020 তে দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার সাথে বুনিয়াদি শিক্ষা দর্শনের গভীর সাযুজ্য ধরা পড়েছে।

Keywords: *বুনিয়াদি শিক্ষা (নই তালিম), কর্মভিত্তিক, উৎপাদনমূলক, সর্বাঙ্গীন বিকাশকারী শিক্ষা*

Introduction

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের এবং সমাজ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল শিক্ষা। মহাত্মা গান্ধী আধুনিক ভারতের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিভাশম্পন্ন ব্যক্তি তার পাশাপাশি একজন মহান শিক্ষা চিন্তাবিদও ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যদি শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নতি কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাঁর মতে শিক্ষার ভিত্তি হবে কর্ম, অভিজ্ঞতা এবং দৈহিক শ্রম। এই শিক্ষানীতিকে ভর করে তিনি ১৯৩৭ সালে Wardha conference-এ "Nai Talim" বা বুনিয়াদি শিক্ষার ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি শিক্ষাকে পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। শিক্ষাকে ব্যাপক ও স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে Learning by doing হিসাবে আখ্যায়িত করেন, এর ফলে শিক্ষা যাতে মানুষের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক বিকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। গান্ধীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষা হল এমন শিক্ষা যা মানুষের শরীর, মন, ও আত্মার পরিপূর্ণ উন্নতি ঘটাবে। এই শিক্ষা পরিকল্পনায় একটি শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পন্ন হবে এবং জীবনের শুরু থেকেই সে কোনো না কোনো শিল্পবস্তু তৈরী করতে সমর্থ হবে। তাঁর মতে শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতের কাজ বা উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে শেখা জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। এমন এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করবে যা জাতির বুনিয়াদ গড়ার উপযোগী। সত্য ও অহিংসাকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে পারে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী। এ শিক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতা কাজের দক্ষতা যা চরিত্র গঠনের পাশাপাশি শিল্প পেশায় আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। এই শিক্ষা পরিকল্পনায়, বুনিয়াদি (Nai Talim) শিক্ষা পরিকল্পনায়

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

একটি শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পন্ন হবে। এই শিল্পকর্মে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বাজারে বিক্রয় করলে বিদ্যালয় আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে। তবে এই শিক্ষা যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করলে চলবে না। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী এই শিল্প শিক্ষার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানবজীবনের নানান গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। গান্ধিজীর মতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিক্ষার্থীর শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা ব্যয় নির্বাহের পরিকল্পনাটি সে সময়কার শিক্ষাবিদরা সমালোচনা করেন। অনেকে অভিযোগ করেন এই শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রকৃত শিক্ষাকে অবহেলা করে এবং তার ফলে বিদ্যালয়গুলো একটি 'পণ্য উৎপাদনের কারখানা'য় পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষাতত্ত্বগণ যেমন কর্মমুখী দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে আঙ্গাআঙ্গিভাবে জড়িত শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে তখন গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে।

Literature Review

বিভিন্ন গবেষক গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শন নিয়ে গবেষণা করেছেন—

Kool এবং Agrawal (2020)— তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শন ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Kabir (2021) উল্লেখ করেন- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভর করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

Objectives of the study

1. গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শনের ধারণা বিশ্লেষণ।
2. বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।
3. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এ শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ।

Methodology

এ গবেষণাটি মূলত গুণগত (Qualitative) পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

বুনিয়াদি শিক্ষার পটভূমি

স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে নানা চিন্তা করেন। শিক্ষাকে সহজ সরল, সুলভ ও কার্যকরী করার জন্য সুনির্ধারিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতবাসীর সামনে উপস্থাপন করেন। কারণ —

1. তৎকালীন ইংরেজ সরকার দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্ম বিকাশের পথ ছিল রুদ্ধ।
2. কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশে অক্ষম।
3. প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাধারণ অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল।
4. ইংরেজ কোম্পানির হাতে শিক্ষা থাকায় বেশীর ভাগ ভারতীয় জনগণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।
5. প্রাথমিক শিক্ষা ছিল অবহেলিত।
6. শিক্ষার মাধ্যম অধিকাংশ ইংরেজী থাকায় ভারতবাসীদের আত্মীকরণে অসুবিধা সৃষ্টি হতো।
7. কারিগরি ও শিল্প শিক্ষার স্থান ছিল না।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে এই বুনিয়াদি শিক্ষার খসড়াটি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়, এবং তার পরের বছর ওয়ার্ধার কাছে সেবাগ্রামের এক অধিবেশনে এই পরিকল্পনাটিকে 'নই তালিম' (Nai Talim) বা নতুন শিক্ষা নামে আখ্যায়িত করা হয়। এটিকে আবার সেবাগ্রাম পরিকল্পনাও বলা হয়।

গান্ধিজী তাঁর এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতি একটি নবতম ভাষ্য রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৪২ সালে কারাগারে থাকার সময় এ শিক্ষা নিয়ে নানান চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ঘোষণা করলেন প্রতিটি ঘরে শিশুদের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এবং পিতামাতাদের এ পরিকল্পনায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাঁর মতে এ শিক্ষা হবে জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য। সাত বছরের নীচের শিশুদের শিক্ষা যা পূর্ব বুনিয়াদি শিক্ষা, ৭ - ১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষা হবে বুনিয়াদি শিক্ষা, ১৪ থেকে প্রাপ্ত যৌবন পর্যন্ত যে শিক্ষা হবে তা হবে উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষা এবং জীবনের সর্বস্তরের পুরুষ নারীর শিক্ষা।

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমে যে কোনো একটি শিল্প যেমন সুতো কাটা ও বস্ত্রবয়ন, কাঠের কাজ, ফল, ফুল ও সবজির বাগান করা, কৃষি, চর্মশিল্প, স্থানীয় ও ভৌগোলিক সুবিধাসম্পন্ন যে কোনো শিল্প, বয়ন ও তুলো ধোনার কার্যকর জ্ঞান, মাতৃভাষা, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, সঙ্গীত, অঙ্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যার চর্চা ও হিন্দুস্থানী।

বর্তমানে এই পাঠক্রমের প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে, বর্তমান সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস ও কৌশলসমূহ প্রয়োগমূলক ও তত্ত্বমূলক শিক্ষা। খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বাসস্থান ইত্যাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষমতা অর্জন করা। প্রথমে এ শিক্ষায় ইংরেজীকে বাদ দেওয়া হয়েছিল পরে একটি বিকল্প বিষয়রূপে ইংরেজীকে প্রবর্তিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজীকে অপরিহার্য করা হয় যাতে বুনিয়াদি শিক্ষাস্তর থেকে পাশ করে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ফলে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের গতানুগতিক শিক্ষার সংগঠনে সত্যিকারের নতুনত্ব ও প্রগতি এনেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাদান করা হয় একটি কেন্দ্রস্থিত শিল্পের (craft) মাধ্যমে। তাই এই শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক ও শিল্পকেন্দ্রিক বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর এই শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা ঘনিষ্ঠ সামাজিক জীবনযাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশ ঘটাবে।

উৎপাদনশীল শিক্ষা

গান্ধিজী বুনিয়াদি শিক্ষাকে উৎপাদনশীল করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, হাতে কলমে কাজ শিখে ভবিষ্যৎ জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা তৈরী হয়। এই শিক্ষা বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ফলে শ্রমের মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হয়, নানান ধরনের উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বাড়ে। আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে ও দেশের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে বলে প্রতিপদে তার সাফল্যের আনন্দ ভোগ করে, শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। থর্নডাইকের শিক্ষার ফলভোগের সূত্র অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়ার শেষে যদি শিক্ষার্থী তৃপ্তিকর ফল লাভ করে তাহলে তার সে শিখন স্থায়ী হয়। আরএ শিখনকে কাজে লাগিয়ে গান্ধিজী বুনিয়াদি শিক্ষায় উৎপাদনশীল শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

সর্বাঙ্গীন বিকাশ

মহাত্মা গান্ধি সর্বাঙ্গীন বিকাশকারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা হল মানুষের দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশ।

প্রথমত, তিনি কাজ ও উৎপাদনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে শরীরকে মজবুত ও শক্তিশালী করার কথা বলেন।

দ্বিতীয়ত, পাঠ্যবিষয়বস্তু জ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির উন্নয়ন সম্ভব শিক্ষার দ্বারা।

তৃতীয়ত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের ওপর জোর দেন। তাঁর মতে শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে সত্য (Truth), অহিংসা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও চরিত্রগঠনের মাধ্যমে স্বনির্ভর, কর্মক্ষম ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যা National Education Policy 2020 দেখলে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় -

1. বুনিয়াদি শিক্ষায় ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে জোর দেয় তেমনি NEP 2020 তেও শিক্ষার্থীর Holistic Development এর কথা বলা হয়েছে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

2. বুনিয়াদি শিক্ষায় হাতের কাজ (Handcraft) ও উৎপাদনশীল (Productive) কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি NEP 2020 তেও Vocational Education ও Skill Development এর উপর জোর দেয়।
3. গান্ধিজী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন তেমনি NEP 2020 তে প্রাথমিক স্তরে Mother tongue / Regional language এ শিক্ষা প্রদানের কথা বলে।
4. গান্ধিজী Learning by doing এর মাধ্যমে শেখার কথা বলেন NEP তেও Experiential learning ও Activity - based learning এর উপর গুরুত্ব দেয়।
5. বর্তমানে NEP 2020 তে Value - based education ও ethical values এর কথা বলে ঠিক তেমনি বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনের কথা বলা ছিল।
6. বুনিয়াদি শিক্ষায় সমাজের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল তেমনি NEP তেও সমাজ ও বাস্তব জীবনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে বলা হয়।
7. বুনিয়াদি শিক্ষা যেমন সামাজিক দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতা তৈরি করে তেমনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে সমাজের অগ্রগতি ঘটাতে সচেষ্ট।
8. বুনিয়াদি শিক্ষা সত্য, অহিংসা, সহযোগিতা ও Morality কে জোর দিয়েছিল তেমনি বর্তমান শিক্ষাতেও value Education, moral education অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
9. বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব গঠনে জোর দিয়েছিল ঠিক তেমনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন ও উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় তার দিকে জোর দেয়।
10. বুনিয়াদি শিক্ষা যেমন শিশুর প্রয়োজন, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী দেওয়ার কথা বলে ঠিক তেমনি বর্তমান শিক্ষাতেও child-centered Education এর কথা বলে।

এভাবে দেখতে গেলে বুঝা যায় গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা বা Nai Talim শিক্ষা সমগ্র দেশে আ জও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ফলাফল

এই গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায়—

1. গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
2. Work centric Education ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
3. Value based Education সমাজে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে।
4. Self-Supporting শিক্ষা বেকারত্ব সমস্যা কমাবে।

মূল্যায়ন

গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা দর্শন (Nai Talim) আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। গান্ধিজী তৎকালীন দেশের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এই বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল একেবারে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্মত কিন্তু তাঁর এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দেশের সরকার এক সময় এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য খুবই সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন বুনিয়াদি শিক্ষার অগ্রগতি সমীক্ষা করে দেখার জন্য। এই Report এ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখও করা হয়েছিল। বুনিয়াদি শিক্ষার উন্নতির জন্য নানান রকম পন্থার কথাও বলা হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেগুলিকে বিশেষ কার্যকর করা হয়নি। কিন্তু গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা বহু মানুষের অন্তরে একটা আবেগ সৃষ্টি করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর শিক্ষা দর্শনে ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রয়োগবাদের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। তাই সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করলে বলা যায় যে গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা আজও প্রাসঙ্গিক।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

References

ঘোষ, অরুণ, আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, প্রকাশক: ঘোষ, সমীর, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০৯।

অধ্যাপক ভক্তা, শ্রীভক্তি ভূষণ, অধ্যাপক ভক্তা, চন্দন, ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, প্রকাশিকা: শ্রীমতী ভক্তা, আরতি, অ আ ক খ প্রকাশনী, হিস্ট্রি হোম, বাসুদেবপুর, নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর।

রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, প্রকাশক: চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র, সোমা বুক এজেন্সি, ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা, শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি, প্রকাশক: কুন্ডু, বিশ্ববিকাস, ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০৯।

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026